গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

ভূমিকা

আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর প্রথম কংগ্রেসের ডেলিগেট সেশন (Delegate session) এবং প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের অধিবেশন যথাক্রমে ২৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ এবং ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ৮/৪-এ সেগুন বাগিচাস্থ স্বাধীনতা হলে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সমাপাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। উক্ত প্রতিনিধি অধিবেশনে দলের গঠনতন্ত্রের কিছু সংশোধনী কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়। সংশোধনীসমূহ নিয়ে প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনা করেন ও প্রতিনিধিবৃন্দ নতুন কিছু প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সংশোধনীসহ সর্বসম্মতভাবে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং গঠনতন্ত্রটি প্রকাশ ও প্রচারের জন্য অনুমোদিত হয়।

ইতিপূর্বে গত ৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর প্রথম কেন্দ্রীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের দ্বিতীয় দিনে কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি অধিবেশনে দলের খসড়া গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকগণ খসড়া গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও মতামত ব্যক্ত করেন এবং হাত তুলে সমর্থন জানিয়ে সর্বসম্মতভাবে সংশোধনীসহ গঠনতন্ত্র অনুমোদন করেন।

ইতিপূর্বে গত ১৮, ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ ইং তারিখে ঢাকার তাজুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পার্টি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরের সাংগঠনিক অধিবেশনে খসড়া গঠনতন্ত্রটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং পার্টি কেন্দ্রীয় কনভেনশনে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য স্থির হয়েছিল।

ধন্যবাদান্তে
বজলুর রশীদ ফিরোজ
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

তারিখ: ০২ জুন ২০২২

গঠনতন্ত্র

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ

১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের শোষণমূলক পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে মহান মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এই পার্টির উদ্দেশ্য। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য।

২. পার্টি মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জগৎ ও জীবনের নিয়ম উদ্ঘাটন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র ও উৎপাদন পদ্ধতিসহ সকল ক্ষেত্রে তার বাস্তবসম্মত সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটিয়ে জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। জনগণ বিশেষ করে শোষিত শ্রমজীবী, মেহনতি জনগণ হবে পার্টির মূলভিত্তি। জনগণের সম্পৃক্তি ও সংগ্রামী শক্তিই হবে পার্টির চালিকাশক্তি।

৩. পার্টি উৎপাদন ক্ষেত্র, বিলিবণ্টন ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-বিচারসহ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক সর্বক্ষেত্রে জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন, সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবে। এই সংগ্রামের মাধ্যমে শোষিত জনগণের নিজস্ব শক্তির উত্থান ঘটিয়ে ধনিকশ্রেণির গণবিরোধী শাসন-শোষণের রাষ্ট্র এবং সরকারের পরিবর্তে শোষিত শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের পক্ষে শোষণমুক্ত সমাজ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত জনগণের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করবে।

৪. পার্টি ফ্যাসিবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও প্রবণতার বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা ও সংগ্রাম বিকাশের জন্য কাজ করবে। দেশের যে

কোন সংকট মোকাবিলায় বাম প্রগতিশীল সংগঠন, মুক্ত চিন্তার ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে যুক্ত করে লড়াই সংগ্রাম অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবে।

৫. পার্টি ধর্মীয় মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ইহজাগতিক ধ্যান-ধারণা গড়ে তুলতে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাবে এবং এর পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলবে। ধর্মান্ধ উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে হানাহানি, সংঘাত-সংঘর্ষের সকল অপচেষ্টা মোকাবিলা করবে। ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বাস্তবায়ন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধের দাবিতে সোচ্চার থাকবে।

৬. পার্টি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার অধীনে তথাকথিত মুক্তবাজারি বিশ্বায়নের নামে বিশ্ব পরিসরে আগ্রাসী লুটতরাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে এবং অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোকে অনুন্নত এবং আরও পিছনে ফেলে নির্ভরশীল করে রাখার সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। বাংলাদেশসহ দুনিয়ার দেশে দেশে তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদসহ প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন, করায়ত্ব করতে সাম্রাজ্যবাদী দখল, আগ্রাসন, লুটতরাজ, চক্রান্ত ও গণহত্যাসহ সকল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার থাকবে তেমনি সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু এবং আজ্ঞাবহ দেশীয় শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধেও গণসংগ্রাম গড়ে তুলবে।

৬(ক). পার্টি বন, পাহাড়, নদী-খাল, জলাভূমি, উন্মুক্ত মাঠ-প্রান্তর ইত্যাদি দখল দূষণ ও প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষায় সবসময় সোচ্চার থাকবে।

৭. পার্টি ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতিসত্তা, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী নির্বিশেষে সকল মানুষের সমঅধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও শাসন-প্রশাসনে সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংগ্রাম গড়ে তুলবে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রকার অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন ও বৈষম্য বিলোপ করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারসহ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাবে।

৭(ক). পার্টি তৃতীয় লিঙ্গের (হিজরা) জনগোষ্ঠীর ন্যায়সংগত অধিকার ও দাবি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার থাকবে। জন্মের জন্য হিজরারা দায়ী নয়, ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ও পরিবার থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তাদের পুনর্বাসনে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলবে।

৮. পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি ও যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। টাকা, পেশিশক্তি, জনগণের পশ্চাদপদ চেতনার প্রশ্রয়ের বদলে দার্শনিক সহনশীলতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পথে প্রগতিবাদী অগ্রসর চেতনা নির্মাণের প্রক্রিয়ায় জনগণকে সাথে নিয়ে পার্টির শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চালাবে। পার্টির ভিতরে ও বাইরে সর্বহারা গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রাখবে। শোষিত জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করবে।

৯. পার্টি সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ঝাণ্ডা সর্বদা সমুন্নত রাখবে। বিশ্বের দেশে দেশে চলমান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সংহতি জানাবে এবং বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে মতাদর্শগত সংগ্রাম ও সাংগঠনিক শক্তি জোরদার করার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

মূল দৃষ্টিভঙ্গি

এই পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশে একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গড়ে তুলবে। এই পার্টি সাম্যবাদী নীতিতে অবিচল থেকে সকল প্রকার বৈষম্য, শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়ন, স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতাসহ সকল পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা ও গণবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। এই পার্টি লোক দেখানো বুর্জোয়া ফর্মাল (আনুষ্ঠানিক) গণতন্ত্রের বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষের প্রকৃত গণতন্ত্র অর্থাৎ সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই পার্টি গণস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে, বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্য, ধর্মীয় ও জাতিগত নিপীড়ন, সাম্প্রদায়িকতা আঞ্চলিকতাসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে এবং দুনিয়ার দেশে দেশে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার) গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র

গঠনের চেতনা এবং শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার গণআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে প্রত্যয়ী থাকবে।

ধারা-১. নাম

পার্টির নাম হবে, ‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল’। সংক্ষেপে ‘বাসদ’। ইংরেজিতে ‘Socialist Party of Bangladesh (SPB)’। এর প্রত্যেক শাখা সংগঠনই কেন্দ্রের অনুরূপ নাম গ্রহণ করবে। যেমন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল সিলেট জেলা শাখা; বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল ঢাকা মহানগর শাখা; বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল পটিয়া উপজেলা শাখা/ ধানমণ্ডি থানা শাখা... ।

ধারা-২. পার্টির মতাদর্শ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

ধারা-৩. প্রতীক

পার্টির প্রতীক হবে আড়াআড়িভাবে বসানো হাতুড়ি ও কাস্তে এবং হাতুড়ির উপর মাঝ বরাবর কাস্তের মাথার সমান্তরালে ৫ কোণের তারকা।

ধারা-৪. পতাকা

পার্টির পতাকা হবে দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ অর্থাৎ ৩:২ আকারের চতুষ্কোণ গাঢ় লাল জমিনের উপর সাদা রং এর কাস্তে-হাতুড়ি ও ৫ কোণের তারকাখচিত। কাস্তে-হাতুড়ি ও তারকা পতাকার বাম শীর্ষ কোণে দণ্ডের দিকে অবস্থিত থাকবে। তারকা স্থাপিত হবে হাতুড়ির উপরে মাঝ বরাবর কাস্তের মাথার সমান্তরালে। কাস্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-ক্ষেতমজুরদের প্রতীক, হাতুড়ি-শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক এবং

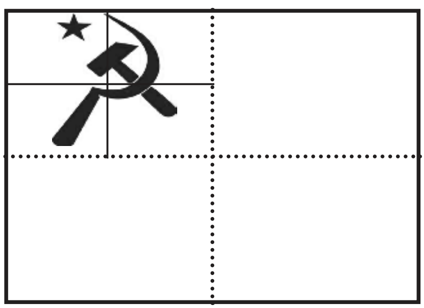

কাস্তে-হাতুড়ি মিলিতভাবে সকল কায়িক ও মানসিক শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক আর তারকার পাঁচ কোণ দুনিয়াব্যাপী ও আন্তঃমহাদেশীয় শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য তথা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ হিসাবে বোঝাবে।

ধারা-৫. পার্টির মূল স্লোগান

'দুনিয়ার মজদুর এক হও!'

ধারা-৬. পার্টির সদস্যপদ

পার্টির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে একাত্মতা পোষণ করে, গঠনতন্ত্র, কর্মসূচি, সাংগঠনিক নীতি-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে রাজি হলে, নিয়মিত পার্টির চাঁদা প্রদান এবং পার্টির কোনো না কোনো গণসংগঠনে যুক্ত থেকে কাজ করতে সম্মত থাকলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ-লিঙ্গ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রাপ্ত বয়স্ক (১৬-১৮ বছর বয়সের) যে কোনো নাগরিক পার্টির সদস্য পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পার্টির সদস্য হতে হলে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে এককালীন প্রাথমিক ভর্তি ফি ১০.০০ টাকা প্রদান করে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

ধারা-৭. সদস্যত্ব নবায়ন

প্রতি দুই বছরান্তে সদস্যপদ নবায়িত হবে।

ধারা-৮. পার্টির সদস্য পদের স্তরায়ন :

পার্টির সদস্যত্ব চার স্তরবিশিষ্ট হবে। প্রতি স্তরের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাস ও সাংগঠনিক করণীয় কাজ নির্দিষ্ট থাকবে। (ক) প্রাথমিক সদস্য (Primary Member) (খ) কর্মী সদস্য (Worker Member) (গ) পূর্ণ সদস্য (Full Member) (ঘ) নির্বাহী সদস্য (Executive Member)

(ক) **প্রাথমিক সদস্য (Primary Member) :** পার্টির আদর্শ, সাংগঠনিক নীতি-পদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সহমত পোষণ করে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে সাধ্যমত তা বাস্তবায়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সম্মতি প্রকাশ করে নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পূরণ করে স্থানীয় ইউনিটে জমা দিলে স্থানীয় ইউনিটের সুপারিশ সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রাথমিক সদস্যপদ দেয়া হবে।

(খ) **কর্মী সদস্য (Worker Member) :** কমপক্ষে দুই বছর পার্টির নীতি-আদর্শ ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে অর্পিত সকল সাংগঠনিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে সক্ষম হলে স্থানীয় সংগঠনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কর্মী সদস্যপদ দেয়া হবে। কর্মী সদস্যদের অবশ্যই পার্টির মৌলিক সাহিত্য পাঠ, চিরায়ত মার্কসবাদী

সাহিত্যের মূল মূল বিষয়সমূহ পাঠ করতে হবে। কর্মের মাধ্যমে কর্মী পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) **পূর্ণ সদস্য (Full Member) :** কমপক্ষে পাঁচ বছর পার্টির নীতি-আদর্শ ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা একনিষ্ঠভাবে পালন, পার্টির সকল সাহিত্য পাঠ, চিরায়ত মার্কসবাদী সাহিত্য পাঠ, নির্দিষ্ট এলাকায় শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজ গড়ে তোলা ও শ্রেণি-পেশার জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংগঠনিক আদর্শিক প্রভাব বিস্তারের দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হলে স্থানীয় সংগঠনের সুপারিশ ও কেন্দ্রীয় কমিটির পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ণ সদস্যপদ দেয়া হবে। পূর্ণ সদস্যদের অবশ্যই পার্টির সকল সাহিত্য পাঠ, চিরায়ত মার্কসবাদী সাহিত্য পাঠ, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানের সাধারণ মান ও পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পার্টিকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারার দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হতে হবে। পূর্ণ সদস্যদের পার্টি নির্দেশিত পারিবারিক সংগ্রাম ও পার্টিকেন্দ্রিক জীবন গড়ে তোলার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে ভালভাবে যুক্ত থাকতে হবে। কাজে ও ব্যবহারে উন্নত সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

(ঘ) **নির্বাহী সদস্য (Executive Member) :** কমপক্ষে দশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে পার্টির নীতি-আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন ও যৌথতার ভিত্তিতে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। পার্টির সকল সাহিত্য পাঠ, মার্কসবাদী চিরায়ত সাহিত্য পাঠসহ ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, চলমান জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞানের সাধারণ মান এবং পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পার্টিকে প্রতিনিধিত্ব করা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের পাশাপাশি জীবনের সর্বক্ষেত্রে দলের নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাহী সদস্যপদ দেয়া হবে। পারিবারিক সংগ্রাম এবং পার্টিকেন্দ্রিক জীবন গড়ার সংগ্রামে এ স্তরের সদস্যদের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ভূমিকা থাকতে হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে নিজেদের নিরলসভাবে নিয়োজিত রাখতে হবে। দলই জীবন, বিপ্লবই জীবন—এই চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে।

ধারা-৯. সদস্য চাঁদা

প্রাথমিক সদস্য, মাসিক ১০.০০ টাকা। কর্মী সদস্য, মাসিক ২০.০০ টাকা। পূর্ণ সদস্য, মাসিক ১০০.০০ টাকা। নির্বাহী সদস্য, মাসিক ২০০.০০ টাকা।

ধারা-১০. পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ও কমিটির ধরন :

কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ৫ স্তর বিশিষ্ট হবে। ১. কেন্দ্রীয় কমিটি, ২. জেলা/ মহানগর কমিটি, ৩. উপজেলা/ মহানগর থানা কমিটি, ৪. ইউনিয়ন কমিটি/ মহানগর ও পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটি, ৫. প্রাথমিক ইউনিট কমিটি (গ্রাম-পাড়া-মহল্লা)। বাস্তবতার নিরিখে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার বিশেষ বিবেচনায় ২/৩ থানা/ উপজেলা নিয়ে অঞ্চল কমিটি গঠন করা যাবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে সারা দেশের জেলাসমূহকে ১১টি জোনে ভাগ করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। জোনের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের কাজের সমন্বয়ের জন্য জোনাল সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রমকে সহযোগিতা করার জন্য কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরাম গঠিত হবে। দেশে ও বিদেশে সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে পার্টি সমর্থক ফোরাম গঠন করা যাবে।

কমিটির ধরন :

১. **পাঠচক্র কমিটি**— এখানে একজন সমন্বয়ক বাকিরা সদস্য।

২. **সাংগঠনিক কমিটি**— একজন আহ্বায়ক, একজন সদস্যসচিব বাকিরা সদস্য।

৩. **পূর্ণাঙ্গ কমিটি**— একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক, ৩ থেকে ৫ জন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাকিরা সদস্য।

১) **প্রাথমিক ইউনিট কমিটি :** গ্রাম, ওয়ার্ড, শিল্প ইউনিট, পাড়া-মহল্লা ইত্যাদি স্থানে পার্টির তৃণমূল পর্যায়ে প্রথমে একজন সমন্বয়ক এর মাধ্যমে সাধারণ পাঠচক্র পরিচালনা করা হবে। তিনমাস ধারাবাহিক চলার পর পাঠচক্র কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিই প্রাথমিক ইউনিট কমিটি হিসাবে বিবেচিত হবে। এই পর্যায়ের কমিটি ন্যূনতম ৩ থেকে ১১ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। উপজেলা বা থানা কমিটির পক্ষ থেকে প্রাথমিক ইউনিট কমিটি অনুমোদন করবে।

গঠন : এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে (ক) ভূমিহীন (খ) ক্ষেতমজুর (গ) প্রান্তিক চাষি (ঘ) গরীব চাষি ও শ্রমিক (ঙ) মধ্যবিত্ত/ নিম্ন মধ্যবিত্ত/ ছাত্র,

শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও ক্ষুদে ব্যবসায়ী (চ) দিনমজুর (ছ) রিকশা-ভ্যান-ঠেলা-গোডাউন ও পরিবহন শ্রমিকসহ অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ।

যোগ্যতা : সাধারণ মানুষ কর্তৃক সৎ বিবেচিত, স্থানীয় বিভিন্ন ঘটনায় জনস্বার্থের পক্ষে অবস্থান নেন ও অসাম্প্রদায়িক—পার্টির এমন প্রাথমিক সদস্যরাই প্রাথমিক ইউনিট কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখবেন।

আলোচ্য বিষয় : সমকালীন রাজনীতি, মানবসমাজ ও সভ্যতার বিকাশ, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়, গ্রামীণ বা স্থানীয় সমাজের সাথে পরিচয়, স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক প্রচারধর্মী আলোচনা ও প্রচার এবং পার্টি ও বিপ্লবী রাজনীতির কর্ম অনুশীলন।

অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা : পার্টি ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা, মার্কসবাদ ও মানবসমাজ সম্পর্কে সচেতনতা, পার্টি ও পার্টির কাজের গুরুত্ব, সামাজিক দায়িত্ববোধ।

কাজ : পার্টির সদস্য সংগ্রহ, স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক প্রচার কাজ ও আন্দোলন সংগঠিত করা, পার্টির পক্ষে এলাকায় জনমত গড়ে তোলা, ভ্যানগার্ড পাঠ ও বিক্রি, চাঁদা প্রদান, ডোনার সংগ্রহ, সভায় নিয়মিত যোগদান এবং কাজের রিপোর্ট প্রদান।

২) **ইউনিয়ন/ মেট্রোপলিটন থানার ওয়ার্ড/ পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটি :** একটি ইউনিয়নে দুই বা দুই এর অধিক গ্রাম-পাড়া-মহল্লায় কমিটি থাকলে ইউনিয়ন/ মেট্রোপলিটন থানার ওয়ার্ড/ পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা যাবে। ইউনিয়ন কমিটি ৫ থেকে ২১ সদস্যবিশিষ্ট করা যাবে। ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের পার্টির প্রাথমিক সদস্য কিংবা অগ্রসর প্রাথ মিক সদস্য হতে হবে। ইউনিয়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে সদস্যদের কমপক্ষে এক বছরের কাজের সন্তোষজনক রেকর্ড থাকতে হবে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় দায়িত্ব নিয়ে সাংগঠনিক কাজ গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা থাকতে হবে। গণচাঁদা সংগ্রহে এবং পার্টি পত্রিকা বিক্রিসহ সকল সাংগঠনিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। উপজেলা বা থানা কমিটির পক্ষ থেকে ইউনিয়ন কমিটি অনুমোদন করবে।

৩) **উপজেলা/ মেট্রোপলিটন থানা/ পৌরসভা কমিটি :** একটি উপজেলা/ থানার কমপক্ষে ২টি ইউনিয়ন/ মেট্রোপলিট ওয়ার্ডে সাংগঠনিক কাঠামো ও যোগাযোগ থাকলে উপজেলা/ থানা কমিটি গঠন করা যাবে। উপজেলা

কমিটি ন্যূনতম ৫ থেকে ৩১ সদস্য পর্যন্ত করা যাবে। জেলা/ মহানগর কমিটির পক্ষ থেকে উপজেলা/ থানা কমিটি অনুমোদন করবে।

উপজেলা/থানা কমিটির সদস্যদের কমপক্ষে পার্টির অগ্রসর প্রাথমিক সদস্য হতে হবে। একটি নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব পালনে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। গণচাঁদা, পার্টি পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রকাশনা বিক্রিসহ সকল সাংগঠনিক কাজে নিষ্ঠার সাথে অংশগ্রহণ করতে হবে। পার্টির সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য পার্টি জীবন গড়ে তোলার সংগ্রাম ও পরিবারকে পার্টিমুখী করার প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

৪) **জেলা/ মেট্রোপলিটন মহানগর কমিটি :** একটি জেলা/ মহানগরের অন্তর্গত উপজেলা/ থানাসমূহের কমপক্ষে ৩টিতে সাংগঠনিক কাঠামো ও যোগাযোগ তৈরি হওয়ার প্রেক্ষিতে জেলা/ মহানগর কমিটি গঠন করা হবে। জেলা কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে ৩৫ জন পর্যন্ত হতে পারে।

জেলা কমিটির সদস্যদের কমপক্ষে পার্টির কর্মী সদস্য হতে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনসহ গণসংগঠন গড়ে তোলা ও পরিচালনার কাজের সাথে যুক্ত থাকতে হবে। পার্টির প্রয়োজনে যে কোন কাজের জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে অংশ নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। পার্টি জীবন গড়ে তোলার ও পরিবারকে পার্টি ঘনিষ্ঠ করার সংগ্রাম দল নির্দেশিত পথে নিষ্ঠার সাথে করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বা তাঁর পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেলা/ মহানগর কমিটি অনুমোদন করবে।

৫) **জোনাল সমন্বয় কমিটি :** দেশব্যাপী পার্টির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ১১টি জোনে বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হবে। জোন-১ : পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা; জোন-২ : রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, নাটোর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা; জোন-৩ : কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ; জোন-৪ : যশোর, মাগুরা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট; জোন-৫ : ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা; জোন-৬ : মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর; জোন-৭ : রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর, শরিয়তপুর; জোন-৮ : বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা; জোন-৯ : সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ; জোন-১০ : কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,

ফেনী, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর এবং জোন-১১ : চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, কক্সবাজার।

প্রতি জোনের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের প্রত্যেক জেলা থেকে সদস্যদের নিয়ে এই সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। (পাঠচক্র কমিটি থাকলে ২ জন, আহ্বায়ক কমিটি থাকলে ৩ জন এবং পূর্ণাঙ্গ কমিটি থাকলে ৪ জন) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক এই জোনাল সমন্বয় কমিটি পরিচালনার জন্য জোনভুক্ত জেলাসমূহের সম্পাদক/ আহ্বায়ক/ সমন্বয়কদের মধ্য থেকে ৩ থেকে ৬ মাস সময়ের জন্য একজন সমন্বয়ক, একজন সহকারী সমন্বয়ক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। দুই বছর অন্তর অন্তর জোনাল সমন্বয় কমিটি পুনর্গঠিত হবে। প্রয়োজনে আগেও পুনর্গঠন করা যাবে। কাজের সক্রিয়তা ও প্রয়োজনের বিবেচনায় জোনাল ফোরামের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত কিংবা অব্যাহতি দেয়া যাবে।

জোনাল সমন্বয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে কোনো না কোনো জেলা পার্টি কমিটি ও গণসংগঠনসমূহের জেলা কমিটির সদস্য হতে হবে। প্রত্যেক জোনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য/ কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্যদের মধ্য থেকে ১ জন জোন ইনচার্জ ও ১ জন সহকারী জোন ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৫.ক) পার্টির উপদেষ্টা পরিষদ :

পার্টির সক্রিয় কর্মজীবন অতিক্রান্তে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সমযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও পার্টি আনুগত্যে পরীক্ষিত কমরেডগণের সমন্বয়ে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ক্রমে যে কোন সংখ্যক সদস্য নিয়ে পার্টি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। উপদেষ্টা পরিষদের একজন প্রধান থাকবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সাথে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করবে এবং এভাবে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বের সাথে উপদেষ্টা পরিষদের সাংগঠনিক যোগাযোগ ও মতামতের আদান-প্রদান হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায়ও উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান উপস্থিত থেকে মতামত ও পরামর্শ দিতে পারবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর ভোটিং ক্ষমতা থাকবে। উপদেষ্টা পরিষদ তাদের মতামত কেন্দ্রীয় কমিটির বাইরে রাখবে না। পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের মতামতসমূহ সাংগঠনিক পর্যায়ে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

৬) **কেন্দ্রীয় কমিটি :** ১৯৮০ সালে পার্টি গঠনের সময় ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে আরও ২ জনকে কোঅপ্ট করা হয়। সারাদেশের কমপক্ষে ২০টি সাংগঠনিক জেলায় কমিটি গঠনের পর পার্টি কংগ্রেস (জাতীয় সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া প্রতিবছর কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরের সাংগঠনিক সেশনে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম অনুমোদন, কেন্দ্রীয় কমিটি সম্প্রসারণ কিংবা সংকোচনসহ রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, আর্থিকসহ বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গৃহীত হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি ন্যূনতম ৫ থেকে ৪১ এর মধ্যে যে কোনো সংখ্যক সদস্যের হতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে একজন সাধারণ সম্পাদক, একজন সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও ৩ থেকে ৭ জন সম্পাদক থাকবে। বাকি সব সদস্য থাকবে। কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দাপ্তরিক দায়িত্ব বণ্টন করে দেবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি তার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন কমিটি, সাব কমিটি ও কমিশন গঠন করতে পারবে। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ঐ সকল সংস্থার কার্যপরিধি ও কার্যবিধি নির্ধারিত হবে।

পার্টি পত্রিকা ও সাহিত্য প্রকাশনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে থাকবে। বিভিন্ন কমিটি, সাব-কমিটি, কমিশন ও পার্টি পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ড কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে জবাবদিহি করবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনবোধে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ বিবেচনায় কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সভা, কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সভা এবং কংগ্রেসে বা জাতীয় সম্মেলনে পর্যবেক্ষক সদস্য রাখতে পারবে। তবে তা কোন ক্রমেই সকল স্তরের কমিটির ফোরাম সদস্য সংখ্যার অধিক হবে না। সভায় পর্যবেক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে পারবেন। তবে ভোট প্রদানের বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পর্যবেক্ষক ভিন্ন অন্য কোন ভূমিকা থাকবে না।

কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যের নেতৃত্বে একটি টিমকে দায়িত্ব দিবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদকের

অনুপস্থিতিতে সম্পাদক মণ্ডলীর একজন সদস্য ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

একইভাবে সহকারী সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সম্পাদক মণ্ডলীর একজন সদস্য ভারপ্রাপ্ত সহকারী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে হলে অবশ্যই নির্বাহী সদস্য হতে হবে। পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি পার্টির কাছে সমর্পণের অঙ্গীকার করতে হবে এবং সমর্পণ করতে হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সম্পত্তিজাত মানসিকতামুক্ত হওয়ার সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সমকালীন বাস্তবতা ও সাম্যবাদী নীতি-আদর্শের নিরিখে পার্টির নীতি নির্ধারণ ও পার্টি পরিচালনার দক্ষতা থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি যৌথ নেতৃত্বের কাঠামোতে গঠিত ও পরিচালিত হতে হবে।

৬.ক) **কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরাম :** পার্টি কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরাম এর সদস্য হতে হলে কমপক্ষে ৫ বছরের সন্তোষজনক পার্টি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও পার্টির প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য থাকতে হবে। এদের কমপক্ষে পূর্ণ সদস্য হতে হবে এবং নির্বাহী সদস্যদের মান অর্জনের অব্যাহত সংগ্রাম থাকতে হবে।

৬.খ) **পার্টির কেন্দ্রীয় পাঠচক্র বা কাউন্সিল ফোরাম :** এই ফোরাম পার্টির কংগ্রেসের ডেলিগেট হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর কাউন্সিল ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার প্রথম অংশে নির্দিষ্ট আদর্শভিত্তিক পাঠচক্র এবং দ্বিতীয়াংশে পার্টির সাংগঠনিক বিষয় ও আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হবে। সকল পূর্ণ সদস্যরা এই ফোরামের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬,গ) **কো-অপ্ট ও অব্যাহতি :** পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে সকল স্তরের কমিটিতে কংগ্রেস/ কাউন্সিল/ সম্মেলনে গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হলে পরবর্তীতে কাজের প্রয়োজনে স্ব স্ব কমিটি সভা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্দিষ্ট মানের যোগ্য কমরেডদেরকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে। একইভাবে কোন সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে বা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে বা নৈতিক স্খলন ঘটলে বা মানসিক ভারসম্যহীন হলে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত

নিয়ে কোন সদস্যকে অব্যাহতি দিতে পারবে। অন্যান্য স্তরের কমিটিও সভা করে কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিজ নিজ কমিটি থেকে কোন সদস্যকে অব্যাহতি দিতে পারবে।

ধারা-১১. পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার নিয়ম :

(ক) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতির ভিত্তিতে পার্টির যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। পার্টির সকল স্তরের সদস্যদের কার্যক্রম ও ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টির অভ্যন্তরে দ্বান্দ্বিক মিথস্ক্রিয়ায় চিন্তার ঐক্য; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্য; বিপ্লবী উদ্দেশ্যের ঐক্য [Uniformity of thinking through dialectical process; (Build unity, uniformity of thought & action through dialectical interactive process) Oneness in Scientific approach, Singleness of Revolutionary purpose] গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(খ) সকল স্তরের কমিটিসমূহ পার্টির সাংগঠনিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত বৈঠকে বসবে এবং বিগত কাজের মূল্যায়ন সাপেক্ষে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য আলোচনা করবে এবং বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিবে।

(গ) আদর্শের ভিত্তিতে নীতি ও কৌশলগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত পার্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

অন্যান্য সকল বিষয়েও আলাপ-আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যরা সন্তুষ্ট চিত্তে স্বেচ্ছায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী করবে।

(ঘ) পার্টির প্রত্যেক নিম্নতম কমিটি ঊর্ধ্বতন কমিটির অধীন এবং প্রত্যেক সদস্য পার্টির অধীন থাকবে।

ধারা-১২. কমিটি গঠন প্রক্রিয়া :

(ক) প্রাথমিক ইউনিট থেকে শুরু করে জেলা পর্যন্ত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ মাস পূর্ব থেকে কাউন্সিলর ও নির্ধারিত সদস্যগণ সমালোচনা-আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে সদস্যদের দোষ-গুণ, দক্ষতা-অদক্ষতাসহ ব্যক্তিগত-সাংগঠনিক সকল বিষয়ে পর্যালোচনা করে নেতৃত্ব নির্বাচন

করবেন। সকলের সন্তুষ্টি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত কমিটি বা নেতৃত্বের কাঠামো চূড়ান্ত করা হবে। তবে কোথাও দুই মাসের মধ্যেও সর্বসম্মত মতামত যদি বের করে আনা না যায়, তাহলে উপরের কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সমন্বয়ে মতপার্থক্য দূর করে ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা চালানো হবে। তা ব্যর্থ হলে সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের মতামতের ভিত্তিতেই কমিটি চূড়ান্ত করা হবে। তবে কমিটি গঠনের পরও এর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও ভিন্নতা দূরীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

(খ) কমিটি গঠন বা সাংগঠনিক নেতৃত্ব গঠন করার পাশাপাশি বিগত দিনের কর্মপরিকল্পনা ও সম্পাদিত সকল কর্মকাণ্ডের সার্বিক মূল্যায়ন করা হবে। অতীতের ভুল এবং সঠিকতা, সাফল্য এবং ব্যর্থতার স্থান, কাল, প্রেক্ষিত ও নানাবিধ সীমাবদ্ধতাসহ দুর্বলতা ইত্যাদিরও পর্যালোচনা করা হবে। তারপর পরবর্তী খসড়া কর্মপরিকল্পনা সাজানো হবে। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি প্রাথমিকভাবে এ কাজগুলো করবে। পরবর্তীতে কাউন্সিলে তা গৃহীত হবে এবং উক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের যোগ্য এবং দলের নীতি আদর্শপুষ্ট নেতা-কর্মীদের দিয়েই নেতৃত্ব গঠিত হবে।

কাউন্সিল অধিবেশনে গঠিত নব নির্বাচিত কমিটি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঘোষিত হবে এবং পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।

(গ) দেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী সমাজকে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত করতে পার্টি বিশেষ গুরুত্ব দিবে। সংগঠনের সকল স্তরে নারীদেরকে নেতৃত্বে আনার বিষয়ে যত্নবান হবে। পর্যায়ক্রমে পার্টি সংগঠনের বিভিন্ন কমিটিতে নারী-পুরুষের সমতা তৈরির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

২০৩০ সালের মধ্যে পার্টির সকল স্তরের কমিটিতে কমপক্ষে এক তৃ তীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।

ধারা-১৩. কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া :

(ক) বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে প্রতি ৫ বছর অন্তর দলের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে নীতিগত ও কৌশলগত কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলে যে কোন সময় বিশেষ কংগ্রেস বা প্লেনাম অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

(খ) **কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যদের কার্যকাল মেয়াদ :** কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে একজন একনাগাড়ে সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবে না। তবে কংগ্রেসের কাউন্সিলসভা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করতে পারবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যগণ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ্য ও কর্মক্ষম থাকা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সদস্যগণও অনুরূপভাবে কমিটিতে থাকতে পারবেন।

কংগ্রেস অনুষ্ঠানের ১ বছর আগে থেকেই ইউনিট, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, জোন ইত্যাদি কমিটি পুনর্গঠন হবে। বৎসরব্যাপী ব্যাপক সমালোচনা-আত্মসমালোচনা ও পর্যালোচনা সংগঠনের সকল স্তরে নিয়ম অনুযায়ী চলতে থাকবে। শেষ পর্যায়ে কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রশ্নে পূর্ণ সদস্য ও নির্বাহী সদস্য মিলে কাউন্সিলে সর্বসম্মত মতামত গঠনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক মণ্ডলী ও সদস্য নির্বাচিত হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী প্রধান হবেন সাধারণ সম্পাদক। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে দাপ্তরিক দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া হবে। সহকারী সাধারণ সম্পাদক পারস্পরিক ও করণীয় যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন। সদস্যরাও বিশেষ কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কমিটি একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করবে। কোষাধ্যক্ষ পার্টির তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেবেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

(গ) বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকলে কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া সকল স্তরের কমিটি সাধারণভাবে দুই বছর পর পর কাউন্সিল/ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠন/ পুনর্গঠন করা যাবে।

ধারা-১৪. সদস্যপদ বাতিল :

যে কোনো সাংগঠনিক স্তরের কোনো সদস্য সঙ্গত যৌক্তিক কারণ ছাড়া টানা ৬ মাস সাংগঠনিক কাজে অনুপস্থিত থাকলে স্বাভাবিকভাবেই তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। পার্টির নীতি-আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকলে, পার্টির সাংগঠনিক নির্দেশাবলি অমান্য করলে প্রাথমিক কারণ দর্শানোর নোটিশ সাপেক্ষে সদস্যপদ সাময়িক স্থগিত অথবা স্থায়ীভাবে সদস্যপদ বাতিল করা যাবে।

ধারা-১৫. সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ :

কোনো পার্টি সদস্য দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদ থেকে কিংবা সাধারণ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করতে চাইলে নিজে সংগঠনের কাছে লিখিতভাবে জানাবেন। পার্টি সদস্যপদ ত্যাগের আবেদনের সাথে তার

দায়িত্বে থাকা পার্টির সম্পদ, দলিল-দস্তাবেজসহ যাবতীয় আমানত হস্তান্তর করতে হবে। কমিটির মতামত ও ঊর্ধ্বতন কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা যাবে।

ধারা-১৬. সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি :

কোনো সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা কোনো সদস্যের দায়িত্ব পালনে অপারগতায় কেন্দ্রীয় কমিটি যে কোনো স্তরের সদস্যকে পদ থেকে সাময়িক কিংবা স্থায়ী অব্যাহতি দিতে পারবে।

ধারা-১৭. পার্টি তহবিল :

পার্টির আর্থিক জোগানের প্রধান উৎস জনগণের কাছ থেকে গণচাঁদা সংগ্রহ। পার্টির প্রত্যেক সদস্য তাদের মাসিক দেয় চাঁদা পরিশোধ করবেন এবং গণচাঁদা সংগ্রহে অংশগ্রহণ করবেন ও সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে ডোনেশন সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করবেন। পার্টির প্রতিটি শাখা ইউনিট প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে কেন্দ্রীয় তহবিলে চাঁদা প্রদান করবে। পার্টির প্রতিটি কর্মকাণ্ডে 'খরচের চেয়ে আয় বেশি করা'র নীতি সামনে রেখে কর্মসূচি সাজাতে হবে। যাতে করে ধীরে ধীরে পার্টির তহবিল গঠিত হয়। প্রতিবছর পার্টির আয়-ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা অডিট হবে এবং কংগ্রেসে আয়-ব্যয়ের হিসাব উত্থাপন ও অনুমোদন করা হবে। পার্টির একটি ব্যাংক একাউন্ট যে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকে খোলা হবে। পার্টি তহবিল ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকবে। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের ও অন্য যে কোন ১ জন সদস্য মিলে ৩ জনের যৌথ নামে একাউন্ট পরিচালিত হবে। যে কোনো দুইজনের স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাবে। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক বা তার মনোনীত কোন সদস্যের নামে একাউন্ট পরিচালিত হবে।

ধারা-১৮. পার্টির সম্পদ :

পার্টির সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকবে। যতদিন ট্রাস্ট না হয়, ততদিন বিপ্লবী পার্টির আর্থিক ভিত্তি গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা নীতিমালার ভিত্তিতে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির তদারকি ও দায়িত্বে তা পরিচালিত হবে। পার্টি সর্বদা ব্যক্তি সম্পত্তি থেকে মুক্ত থাকা এবং সামাজিক সম্পদ তথা পার্টি সম্পদ বৃদ্ধির নিরন্তর চেষ্টা চালাবে।

ধারা-১৯. শৃঙ্খলা :

(ক) পার্টি সর্বদা প্রাধান্য দেবে সংশোধনমূলক প্রক্রিয়ার উপর। শত্রু শিবিরে কিংবা পার্টিবিরোধী স্থায়ী অবস্থান না নেয়া পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের ভুল-ভ্রান্তি এবং বিচ্যুতিকে আদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালানো হবে। তবে সংশ্লিষ্ট সদস্য যদি সংশোধনের পথে না গিয়ে ভ্রান্তি বা বিচ্যুতির অবস্থানে অনড় হয়ে আদর্শের বিপরীতে অবস্থান নেয় তাহলে তার বা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সকল সদস্যদের মাঝে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান, সদস্যপদের অবনমন, অব্যাহতি, সাময়িক বহিষ্কার বা স্থায়ী বহিষ্কার করা যাবে।

(খ) পার্টির যে কোনো স্তরের কমিটি উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অভিযুক্ত সদস্য অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে ঊর্ধ্বতন কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করতে পারবে কিংবা স্থায়ী বহিষ্কারের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

(গ) পার্টির কোনো নিম্নতম কমিটি তার সদস্যকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটিকে কেবলমাত্র পরামর্শ দিতে পারবে।

(ঘ) নিম্নতম যে কোনো স্তরের কমিটি সংগঠনের নীতি-আদর্শ পরিপন্থি কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে বা সংগঠন পরিচালনায় নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট কমিটি ভেঙে দেয়া/ পুনর্গঠন করাসহ ঐ কমিটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা-২০. সভা আহ্বানের নিয়মাবলি :

(ক) জরুরি অবস্থায় ৩০ দিন এবং সাধারণ অবস্থায় ৯০ দিনের নোটিশে কংগ্রেস বা জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং সাধারণ অবস্থায় এক তৃতীয়াংশ ও জরুরি অবস্থায় এক পঞ্চমাংশ কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার ও অন্যান্য স্তরের কমিটিসমূহ প্রতি মাসে অন্তত একবার সাধারণ সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনে ভার্চুয়াল অনলাইনে ৪৮ ঘণ্টার নোটিশে যে কোন সময় করা যাবে। সাধারণ সভা ৭ দিনের নোটিশে এবং জরুরি সভা ২৪ ঘণ্টার

নোটিশে আহ্বান করতে হবে। সাধারণ সভায় এক তৃতীয়াংশ এবং জরুরি সভায় এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

ধারা-২১. সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি :

পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির এক কংগ্রেস থেকে অন্য কংগ্রেস পর্যন্ত সময়ে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও পার্টি পরিচালনা করবে। বছরে কমপক্ষে একবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এই শিক্ষা শিবিরের একটি পর্ব থাকবে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং অন্যটি থাকবে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মকাণ্ডের অনুমোদন। এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটি জবাবদিহিতার ভিত্তিতে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করবে। কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে সম্পাদকমণ্ডলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। যা পরবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা-২২. সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন ও সমাজতান্ত্রিক সহযোগী পেশাজীবী সংগঠন :

একটি রাজনৈতিক দল সমাজের কার্যকর পরিচালিকা শক্তি। একটি বিপ্লবী দল শোষিত শ্রেণিভুক্ত সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও পরিচালিত করার মধ্য দিয়েই সমাজের অগ্রগতি, প্রগতি ও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের বস্তুগত ও ভাবগত সন্তুষ্টি বিধান করবে। সমাজের কেনো অংশের মানুষই সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করতে পারে না। সেজন্য পার্টি সকল শ্রেণি-পেশার জন্য স্বতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন যেমন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট (কৃষক ফ্রন্ট), সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি ও সমাজতান্ত্রিক পেশাজীবী সংগঠন যেমন, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম, প্রগতিশীল কৃষিবিদ কেন্দ্র, প্রগতিশীল প্রকৌশলী-স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ ফোরাম, প্রগতিশীল আইনজীবী ফ্রন্ট, প্রগতিশীল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মী ফোরাম, প্রগতিশীল সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মী ফোরাম, সমাজতান্ত্রিক সহযোগী সংগঠন যেমন, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ, শিশু কিশোর মেলা, প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-লেখক ফোরাম, প্রগতিশীল গণকর্মচারী ফ্রন্ট, প্রগতিশীল ক্ষুদে-মাঝারি ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ফোরাম ইত্যাদি গড়ে তুলবে। পার্টি এই সব গণসংগঠন, পেশাজীবী ও সহযোগী সংগঠনসমূহের সামনে দার্শনিক, আদর্শিক ও রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা

তুলে ধরবে এবং বিপ্লবের সহযোগী শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল রাখতে সচেষ্ট হবে। এ লক্ষ্যে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন সাব কমিটি দায়িত্ব পালন করবে। বিপ্লবের পরিপূরক ভাবমানস তৈরির লক্ষ্যে পার্টি সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালনা করে যাবে। পার্টি দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী সমাজের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে নারী সংগঠন ও নারী মুক্তি আন্দোলনেও বিশেষভাবে তৎপর থাকবে।

ধারা-২৩. নির্বাচন :

একটি পুঁজিবাদী সমাজে পূর্ণাঙ্গ অর্থে অবাধ, সুষ্ঠু, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়। তারপরও একটি নির্বাচন যদি আপেক্ষিক অর্থে অবাধ, সুষ্ঠু, কালোটাকা ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে জাতীয় বা স্থানীয় যে কোন নির্বাচনে পার্টি অংশ নেবে। নির্বাচন যদি সামরিক-অসামরিক স্বৈরতন্ত্রকে জায়েজ করার জন্য বা জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তাহলে পার্টি নির্বাচনে অংশ নেবে না। পার্টি নির্বাচনকে সব সময়ই আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করবে। অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও জনগণকে পক্ষে টানার, জনগণের কাছে শাসকশ্রেণির উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে উন্মোচন করার, নির্বাচন পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্র রচনার পরিবেশ তৈরি করার মতো অবস্থা যদি থাকে এবং জনগণ যদি নির্বাচনে নেমে পড়ে তাহলেও পার্টি নির্বাচনে অংশ নেবে। গণচেতনা বৃদ্ধি ও জনগণের পক্ষে পার্লামেন্টের ভিতরে-বাইরে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলে গণদাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যও নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটি ৫ থেকে ৯ সদস্যের একটি পার্লামেন্টারি ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মনোনয়ন বোর্ড গঠন করবে। পার্টি সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন বোর্ডের প্রধান থাকবেন। স্থানীয় সংগঠনের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন বোর্ড প্রার্থী মনোনয়ন দেবেন। এক্ষেত্রে মনোনয়ন বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। নির্দিষ্ট জেলার প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে ঐ জেলার সম্পাদক/ আহ্বায়ক/ সমন্বয়ক কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকবেন।

ধারা-২৪. গঠনতন্ত্রের সংশোধনী :

পার্টি গঠনতন্ত্র পার্টি কংগ্রেসে সংশোধন করা হবে। তবে বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে পার্টি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির অথবা

প্রতিনিধিত্বমূলক কেন্দ্রীয় কনভেনশন ডেকেও সংশোধনী আনা যাবে, যা পরবর্তী কংগ্রেসে অনুমোদন করে নিতে হবে। কংগ্রেসে উপস্থিত কাউন্সিলরদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে সংশোধনী পাশ হবে।

ধারা-২৫. গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা :

পার্টির গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বা বিধি বিধান সম্পর্কে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হলে কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তার ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক
২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
ফোনঃ ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭১২০২৩১; ২২৩৩৫২২০৬
ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ২২৩৩৫১৩৩৫
ই-মেইলঃ mail@spb.org.bd, ওয়েবসাইট : www.spb.org.bd
প্রকাশকাল : ২ জুন ২০২২

দাম—১০ টাকা